|  |
| --- |
| **ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভাগের গুরুত্ব:** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই রচিত হয় আজকের এই আধুনিক, বিজ্ঞান মনস্ক ও প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশের ভিত্তি। তাঁর উদ্যোগেই ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ লাভ করে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে একই বছর তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতে ২০১৮ সালের ১২ মে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ প্রেরণের মাধ্যমে বিশ্ব স্যাটেলাইটের এলিট ক্লাবের গর্বিত সদস্য হয় বাংলাদেশ। বর্তমান বিশ্বে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি আর্থ সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন এবং আন্তর্জাতিক মানের টেলিযোগাযোগ ও ডাকসেবা নিশ্চিতকরণ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। দ্রুত তথ্য আদান প্রদান নিশ্চিত করে দারিদ্র বিমোচন, নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ, সম্পদের সুষম ব্যবহার এবং রাষ্ট্রীয় মৌলিক সেবাসমূহ সর্বত্র পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে এ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একই সাথে সরকারের রাজস্ব আয়ে এ বিভাগের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। ২০০৯ সালে যেখানে মাথাপিছু আয় ৭২৮ মার্কিন ডলার, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ছোঁয়ায় তা এখন ২৫৫৪ মার্কিন ডলার। বিবিএস, ২০২২ এর তথ্য মতে ২০১৯-২০ সালে কৃষি, শিল্প এবং সেবা খাতের জিডিপিতে (স্থির মূল্যে) অবদান যেখানে যথাক্রমে ১৩.৬৫, ৩৫.০০ ও ৫১.০০ শতাংশ সেখানে Post and Tele communications এর অবদান ২.৫৯ শতাংশ। উল্লেখ্য, Post and Tele communications উপখাতটি কৃষি, শিল্প এবং সেবা খাতের জিডিপি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

**1.2 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভাগের ম্যান্ডেট:** চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তথ্য প্রযু্ক্তি নির্ভর দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে নারী-পুরুষ সমতা অর্জনকে বেগবান করতে নারীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও নারী-বান্ধব ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এই বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতে পুরুষের পাশাপাশি নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ নারী উন্নয়নে উক্ত বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার নিমিত্তে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বিভিন্ন একশন প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। বিশেষত: ডাক সেবার নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন তদারকি; প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি; ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবা বহুমুখীকরণে গৃহীত কার্যাবলী তদারকি; সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণতকরণ; আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ, সম্পর্ক রক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়ন; বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ডাক) কাড্যার ও (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডার-এর প্রশাসনিক কার্যক্রম।

**২.০ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ “Vision-২০৪১” উন্নত বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Perspective plan, 8th Five Years Plan, Sustainable Development Goals-2030 & Delta Plan-তে মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন **নির্দেশনা। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অধ্যায়-৬ অনুচ্ছেদ-৬.৭ এ আধুনিক ডাক সেবা নিশ্চিন্তকরণ এবং এর সাথে জনগণকে সমৃক্ততার কৌশল সম্পর্কে বলা হয়েছে।** Sustainable Development Goal ৯.(গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা এবং ইন্টারনেট সার্বজনীন ও সাশ্রয়ী মূল্যে প্রবেশাধিকার প্রদানের কথা বলা হয়েছে। Perspective plan of Bangladesh (2021-2041) এবং 8th Five Year Plan (2020-2025)-এ ২০৪১ সাল নাগাদ Internet bandwidth kbps/User এর স্কোর 9.2 kbps থেকে বাড়িয়ে 55 kbps, Fixed broadband Internet subscriptions/100 pop+ এর স্কোর 3.8 থেকে বাড়িয়ে 40 এবং Mobile cellular telephone subscriptions/100 pop+ এর স্কোর 77.9 থেকে বাড়িয়ে 120 এ উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ সমস্ত দলিলে নারী-পুরষ সমানভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুবিধা পেলে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

**3.০ নারী উন্নয়নে বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

* সাশ্রয়ী মূল্যে আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান**:** সাশ্রয়ী মূল্যে টেলিযোগাযোগ সেবা সম্প্রসারণে প্রযুক্তিগত সুবিধাদি সহজলভ্য হয়েছে যার ফলে গণ-সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে নারীর অনুকূলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা সহজ হয়েছে, কর্মস্থলে কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।
* সাশ্রয়ী মূল্যে আধুনিক ও দক্ষ ডাক সেবা প্রদান এবং সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন**:** সাশ্রয়ী মূল্যে দক্ষ ডাক সেবা নারীর যোগাযোগ কার্যক্রমকে সহজ করে তুলছে। সঞ্চয় ব্যাংক নারীর সঞ্চয় প্রবণতাকে উৎসাহিত করছে, যা নারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নিরাপত্তার জন্য সহায়ক হয়েছে। এছাড়া নারীর আর্থিক লেনদেন দ্রুত ও সহজ করছে। **ই-কমার্স সার্ভিস, লজিস্টিক মেইল সার্ভিস ইত্যাদি সেবার প্রবর্তনের ফলে নারী ঘরে বসে ব্যবসায় অংশ নিতে পারছে। ফলে অনলাইন ব্যবসা ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়ছে।**

**4.০ বিভাগের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

| **ক্রমিক নং** | **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- | --- |
| **১** | **২** | **৩** |
| ১. | টেলিযোগাযোগ সেবার আওতা ও মান বৃদ্ধি (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হচ্ছে টেলিযোগাযোগ। দেশের জিডিপি বৃদ্ধিসহ সার্বিক উন্নয়নের জন্য টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল ডিভাইড দূর করা, টেলিডেনসিটি, ইন্টারনেট ডেনসিটি ও টেলিএক্সেস বৃদ্ধি করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে বেগবান করা সম্ভব হবে। এ বিবেচনায় অগ্রধিকার দেয়া হয়েছে।) | বিটিসিএল’র বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৪.৮২ লক্ষ। তার মধ্যে নারী ব্যবহারকারী প্রায় ৩০%। **দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে** বাংলাদেশের ২৫৭০ জিবিপিএস ক্যাপাসিটি অর্জন। ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ মূল্য প্রতি এমবিপিএস ২৭,০০০/- টাকা থেকে কমিয়ে পর্যায়ক্রমে ৩০০/- টাকা। আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ৭.৫ জিবিপিএস হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ১৯০০ জিবিপিএস। দেশের ৬৪টি জেলার ৪৭৩টি উপজেলায় ৪৫৭১ ইউনিয়নে বিটিসিএল এর ৩৪,০০০ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক আছে। ৪০০টি নতুন মোবাইল বিটিএস (২জি/৩জি/৪জি) সাইট স্থাপন করা এবং হাওর ও দ্বীপাঞ্চলে উচ্চ গতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন হয়েছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সম্প্রচারভিত্তিক সেবা প্রসার। ৪র্থ শিল্পবিপ্লব কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য দেশে 5G চালুকরণ। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে যে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে, জনগোষ্ঠীর অর্ধেক হিসাবে নারীও তার সুফল ভোগ করছে। এছাড়া নারীর অনুকূলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রম বাজারে নারীর প্রবেশ সহজতর হয়েছে, নারীর দৈনিক কর্মঘন্টা হ্রাস পেয়েছে, কাজের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দক্ষতার উন্নয়ন ঘটছে। টেলিযোগাযোগ খাতে নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তনের ফলে জনগোষ্ঠীর অর্ধেক হিসেবে নারীও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে। নারীর ব্যক্তিগত যোগাযোগ সহজতর হয়েছে, যা নারীর ক্ষমতায়নে অধিকতর ভূমিকা রাখছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় নারীর ঘরের বাইরে বিচরণের ব্যাপারে পরিবারে নিশ্চয়তাবোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় নারীর অংশগ্রহণ সম্ভব হচ্ছে। উপরন্তু যোগাযোগের নতুন প্রযুক্তি নারীর উদ্ভাবনী ও চিন্তা চেতনার পরিসরকে বিস্তৃত করছে। ফলে, নতুন নতুন আয়বর্ধক উদ্যোগে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীর জন্য নিরাপদ টেলিকমিউনিকেশন এবং ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিতকরণে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়ে গেছে। |
| ২. | ডাক অধিদপ্তরের কার্যপ্রক্রিয়া তথ্য প্রযুক্তিস্বয়ংক্রিয়করণ (ডাক সার্ভিসের গুণগত মান বৃদ্ধিকল্পে ডাক অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমকে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর করার লক্ষ্যে এ কর্মসূচিকে ২য় অগ্রাধিকার তালিকায় রাখা হয়েছে।) | দেশে ৮,৫০০ টি গ্রামীণ পোস্ট অফিসকে ডিজিটাল ডাকঘর (ই-সেন্টারে) স্থাপন করা হয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৬,০০০ ডাকঘরে ডিজিটাল সেবা প্রদান চালু আছে।আধুনিক ও দক্ষ ডাক সেবা নারীসহ সমগ্র জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আর্থিক যোগাযোগের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়েছে। ডাক সার্ভিসের উন্নতি বিশেষ করে ডাক অধিদপ্তরের আওতায় আর্থিক লেনদেন সেবা ‘নগদ’ চালু হওয়ার ফলে নারী শ্রমিকদের আর্থিক লেনদেন ও যোগাযোগ নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| ৩. | ডাক অধিদপ্তরের বিদ্যমান সার্ভিসের মানোন্নয়ন এবং যুগো পযোগী নতুন সেবা প্রবর্তন (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এবং জনসাধারণের পরিবর্তনশীল চাহিদা পূরণের গ্রামাঞ্চলের ডাক ঘরসমূহে স্থাপিত ই-সেন্টারে ই-সার্ভিস প্রদান করার মাধ্যমে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে ইন্টারনেট ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা প্রদান করা হবে।) | ইএমটিএস সেবা সম্প্রসারণ সরকারের ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার “আমার গ্রাম আমার শহর” বাস্তবায়নে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশব্যাপী ৫০০টি অভ্যন্তরীণ ডিজিটাল কমার্স হাব প্রতিষ্ঠা, ব্যাংকিং সুবিধা-বঞ্চিত জনগণকে ব্যাংকিং লেনদেনের জন্য ২ কোটি পোস্টাল ক্যাশ কার্ড বিতরণ ও ১০০০০ ডাকঘরে ইএমটিএস সেবা সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি সেবা সহজীকরণে Utility Payment Platform (UPP)–Ekpay চালু; *পোস্ট ই-সেন্টারের* মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও জেন্ডার বৈষম্যের কারণে পিছিয়ে থাকা দরিদ্র নারীর কাছে তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একইসাথে বিদ্যমান সার্ভিসসমূহ বহুমুখীকরণের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, সেখানে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন-চাহিদা অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে।এছাড়া ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস এর মাধ্যমে ডিজিটাল লেনদেন বহুসংখ্যক নারী গ্রাহক সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে এবং সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় ভাতা বিতরণে নারী উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। |

**5.০ বিভাগের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**5.১ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ:**

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জেন্ডারভিত্তিক তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হলো:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **নারী** | **পুরুষ** | **মোট** |
| সংখ্যা | ১৭২০ | ১৭০৬১ | ১৮৭৮১ |
| % | ৯.১৫% | ৯০.৮৪% | ১০০% |

**5.২ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান:**

|  |  |
| --- | --- |
| পুরুষ উপকারভোগী | ৬২.৩৪% |
| নারী উপকারভোগী | ৩৭.৬৬% |
| সর্বমোট | ১০০.০০% |

**5.৩** **বিভাগের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | **সংশোধিত 2022-২3** | **বাজেট 2022-২3** | **প্রকৃত 2021-22** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**6.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

6.১ নারী উন্নয়নে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ডাক অধিদপ্তরের ‘পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ’ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়িতে ১০% নারী চালক নিয়োগের বিধান রয়েছে। এছাড়া বিভাগের প্রশাসনিক কর্মসংস্থান এবং বিভাগের আওতাভুক্ত সংস্থাসমূহের কার্যালয়ে নারীবান্ধব পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় ডাক অধিদপ্তরের নবনির্মিত সদর দপ্তরে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ‘ডে-কেয়ার সেন্টার’ এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিগত তিন বছরে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র নিম্নোক্ত ছক আকারে উল্লেখ করা হলঃ

| **ক্রমিক নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| ১ | আধুনিক টেলিযোগাযোগ ও উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সেবা | * বিগত কয়েক বছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে শহর, উপজেলা এবং এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ে আধুনিক টেলিযোগাযোগ ও উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সেবার মাধ্যমে বৈশ্বিক অগ্রগতির সাথে নারীগণ নিজেদের সম্পৃক্ত করার সুযোগ পেয়েছেন;
* তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ বৃদ্ধি, তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের প্রসারে কর্মস্থলে কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং সামগ্রিকভাবে নারীদের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতিসহ পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে;
 |
| ২ | নারীর কর্মসংস্থান | * বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের সার্ভিস সেন্টার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে যেখানে অধিকাংশ কর্মী নারী হওয়ায় নারীর কর্মসংস্থান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে;
* এ বিভাগের সক্রিয় প্রচেষ্টায় গত তিন বছরে মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ১১.৬৮ কোটি থেকে ১৭.৬৪ কোটিতে এবং ইন্টারনেট সংযোগ সংখ্যা ৩.৯৩ কোটি থেকে ১২.১০ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে গত তিন বছরে টেলিডেনসিটি ৭৬.২০% থেকে ১০৪.২৬% এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ২৫.০৯ থেকে ৭১.৪৮% এ উন্নীত হয়েছে। ইন্টারনেটের অধিকতর ব্যবহার এবং সাশ্রয়ী মূল্য নিশ্চিত করতে Bandwidth Charge কমানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথের ব্যবহার ২০০৮ সালে ছিল ৭.৫ জিবিপিএস, যা বর্তমানে ২৬০০ জিবিপিএস। দেশের প্রায় শতভাগ এলাকা বর্তমানে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। টেলিযোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কারণে অনেক নারী ঘরে বসেই ব্যবসায়িক কর্মকান্ড সম্পাদন করছেন
 |
| ৩ | ই-সেবা | * মোবাইল মানি অর্ডার, পোস্টাল ক্যাশ কার্ড এবং মোবাইল ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিসের আওতায় ৮৫০০টি ডাকঘর হতে জনগণকে ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে এবং ১৩৪৬ টি ডাকঘরে পোস্টাল ক্যাশকার্ড সার্ভিস চালু করা হয়েছে। নারীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় প্রদেয় ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য এ ডিজিটাল সেন্টার ও পোস্টাল ক্যাশ কার্ড ব্যবহার করা হচ্ছে। পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে আইএসপিপি যত্ন প্রকল্পের ৬ লক্ষ গর্ভবতী মা-দেরকে অর্থ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
 |

**6.২ বিভাগের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যচিত্র নিম্নে আলোকপাত করা হলো:**

দেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টেলিটক ই-এডুকেশন, ই-পাবলিক হেলথ, ই-ভোটিং, ডিস্ট্রিক ই-সার্ভিস, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, ই-বিলিং এবং হাই-স্পিড কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক সেবার ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। ই-পাবলিক হেলথ, ই-কমার্স ইত্যাদিতে নারীর অংশগ্রহণের হার পুরুষের চেয়ে বেশি।

নারী উন্নয়নে গৃহীত উদ্যোগ হিসেবে ডাকঘরে নতুন চালুকৃত পোস্ট-ই-সেন্টারে গ্রামীণ নারীদের সুবিধার্থে একটি ল্যাপটপ সংরক্ষিত রাখার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এছাড়া ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সংযোগ প্রদান করায় এবং ৮৫০০ টি ই-পোস্ট সেন্টার স্থাপন করায় অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া নারীর কাছে তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ডিজিটাল তথ্য কেন্দ্র এবং পোস্ট ই-সেন্টারসমূহে দুজন করে (একজন নারী ও একজন পুরুষ) উদ্যোক্তা কাজ করেন।

**6.৩ নারীর জীবনমান উন্নয়নে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বিগত তিন বছরে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিয়েছে:**

* মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে এ সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শ নেয়ার জন্য চালুকৃত হেল্প লাইন হিসেবে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কর্তৃক ১০৯২১ শর্ট কোডটি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
* নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে টেলিটক বিনামূল্যে ১৩ লক্ষ ‘অপরাজিতা’ সিম সারাদেশে মহিলাদের মাঝে বিতরণ করেছে। অপরাজিতা সিমে অত্যন্ত সুলভ মূল্যে কল ও ইন্টারনেট সেবা পাওয়া যায়। এর ফলে ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকারে জেন্ডার বৈষম্য বহুলাংশে হ্রাস পাবে।
* নারী ও শিশুদের নিরাপত্তাসহ সার্বিক ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এবং নারীর জন্য অবমাননাজনক সাইট সনাক্তকরণ ও অপসারণের লক্ষ্যে ‘সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স” প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৬.৪ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের প্রেক্ষিতে নারী উন্নয়ন- সাফল্যগাঁথা

|  |
| --- |
| **প্রকল্পের নামঃ ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ**ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের অধীনে সারাদেশে ডাক সরঞ্জামাদি পরিবহনের লক্ষ্যে ১০৯ টি গাড়ি ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত গাড়িসমূহের ড্রাইভার নিয়োগ দেয়ার সময় ১১ জন মহিলা ড্রাইভার-কে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। বর্তমানে ৯ জন কর্মরত আছেন। কাকলি বেগম তাদের একজন। তাঁর সাথে আলোচনায় জানা যায়, মহিলা ড্রাইভারদের নাইট ডিউটি দেয়া হয় না এবং ঢাকা এবং নিকটবর্তী এলাকায় (নারায়নগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/গাজীপুর সদর) তাদের যাতায়াত করতে হয়। গাড়ি চালনার মতো চ্যালেঞ্জিং কাজ এবং সরকারি সকল সুবিধাদি পাওয়ার কারণে পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে তিনি সুখী। |

**৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** প্রতিবন্ধকতাসমূহ

* টেলিযোগাযোগ শিল্পে প্রবেশের জন্য আরও নারী প্রতিভাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে নারীর শ্রমশক্তির অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ;
* টেলিযোগাযোগ কর্মক্ষেত্রে সক্ষম পরিবেশ তৈরি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নেতৃত্বের পদে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;
* বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্বে টেলিকমিউনিকেশন পণ্য এবং পরিষেবাগুলির দ্বারা মহিলাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বিকাশ এবং কাজের অ্যাক্সেসকে সহায়তা করা।
* নারীদের আর্থিকসচ্ছলতা কম থাকার কারনে আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তিগুলি ব্যবহার করার মত সামর্থ কম।

**৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

বৈশ্বিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে কাঙ্খিত আকারে রূপ দিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সমৃদ্ধ, টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বিশ্বস্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন এবং আন্তর্জাতিক মানের টেলিযোগাযোগ ও ডাকসেবা নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। বস্তুতঃ দ্রুত তথ্য আদান প্রদান নিশ্চিত করে দারিদ্র বিমোচন, নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ, সম্পদের সুষম ব্যবহার এবং রাষ্ট্রীয় মৌলিক সেবাসমূহ সর্বত্র পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে এ বিভাগ নিম্নোক্ত **ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ করেছেঃ**

* নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া;
* টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, টেলিযোগাযোগ ও ডাক সেবা এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের জন্য নারীদের উৎসাহিত করা;
* বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দুর্গম দ্বীপাঞ্চলে ও হাওড় এলাকায় উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা। এতে দুর্যোগকালীন সময়ে নারী-শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে এবং নারীর আর্থিক-সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নে সহায়ক হবে;
* পোস্ট ই-সেন্টার এবং সমজাতীয় অন্যান্য ই-সেন্টারসমূহের সাথে কাজ করার জন্য নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান এবং উৎসাহিত করা;
* ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং সতর্কতা বিষয়ে নারীদের জন্য সচেতনতামূলক শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করা;
* ইন্টারনেটে নারী হয়রানি প্রতিরোধ এবং নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কঠোর মনিটরিং ব্যবস্থা এবং আইন প্রণয়ন;
* ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বিভিন্ন কার্যালয়/কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী নারীর সংখ্যা নিরূপণ এবং সেবা গ্রহণে নারী উপকারভোগীর সংখ্যা নিরূপণ;
* নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণে বিভাগ এবং আওতাভুক্ত প্রতিটি অফিসে পৃথক প্রক্ষালন কক্ষ, নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং দিবাযত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা।